67

দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ভার্সিটিতে সাবসিডিয়ারী অর্থহীন হয়ে পড়েছে

কবিতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সের সহায়ক বিষয় হিসাবে সাবসিডিয়ারী পড়ানো এখন অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিমত হচ্ছে এই ছয়'শ নম্বরের বোঝা টেনে কোন লাভ নেই। শিক্ষকদের অভিমত হলো যেভাবে সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে তাতে অনার্স কোর্সের কোন সহায়তা হচ্ছে না।

একদিকে সাবসিডিয়ারী ক্লাসগুলো নিয়মিত হয় না, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরাও সাবসিডিয়ারী ক্লাসে যেতে গরজ বোধ করে না। ফলে বিষয়টি নিয়ে দিন দিন জটিলতা বাড়ছে।

অনার্স কোর্স পদ্ধতি চালুর প্রথম থেকেই সহায়ক বিষয় হিসাবে সাবসিডিয়ারী প্রবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল অনার্সের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী তার পঠিত বিষয়ের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক বিষয়েও গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। যাতে সে নিজেকে একজন

(৪–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভার্সিটিতে সাবসিডিয়ারী অর্থহীন হয়ে পড়েছে

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবসিডিয়ারী বিষয়টি ছিল যথেষ্ট ফলপ্রসূ। তখন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল কম। প্রতি ডিপার্টমেন্ট ছিল পরিবারের মতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন থেকেই সাবসিডিয়ারী বিষয়টি আস্তে আস্তে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপেক্ষিত হতে থাকে। স্থান সংকুলান, শিক্ষকের অভাব এর সাথে নতুন করে যুক্ত হয়। শুরু হয় আনুপাতিক অসামঞ্জস্য। নির্দিষ্ট কতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী একটি বিষয়ে সাবসিডিয়ারী পড়তে পারবে সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার ফলে কোন কোন সাবসিডিয়ারী বিষয়ে অত্যধিক ছাত্রছাত্রীর চাপ পড়ছে আবার কোন কোন বিষয়ে ছাত্রছাত্রী পাওয়াই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মূল কথা অনার্স ও সাবসিডিয়ারীর মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

কলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের নয়'শ নম্বরের অনার্সসহ ছয়'শ নম্বর সাবসিডিয়ারী এবং বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের দুই হাজার নম্বরের অনার্সসহ ছয়'শ নম্বরের সাবসিডিয়ারী পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়ে কলা অনুষদের ডীন ডঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করছি। যাতে সাবসিডিয়ারীর জন্য আলাদা বিভাগে না যেতে হয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। এই বিষিয়টি বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচিত হচ্ছে। এরপর অনুষদ ও একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করা হবে।

ফ্যাকাল্টী অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ডীন প্রফেসর মোহাম্মদ শাহাদাত আলী বলেন, অনার্সের সহায়ক হিসাবে সাবসিডিয়ারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আজকাল ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বেড়ে উঠেছে যে তারা ভাবে সাবসিডিয়ারীর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং বাড়তি ঝামেলা। বিষয়টি একেবারেই ঠিক নয়। কারণ অনার্সের সঙ্গে সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। সাবসিডিয়ারী না পড়ে অনার্স পাস করে গেলে কোনভাবেই সম্পূর্ণ মেধা যাচাই করা সম্ভব হয় না, শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। তিনি বলেন, ইন্টিগ্রেডেট কোর্স পদ্ধতি চালু হলে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে বলে আমি মনে করি। তবে বর্তমানে কমার্স ফ্যাকাল্টীতে যেভাবে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স চালু হয়েছে সেভাবেই যদি চালু করা হয়, তবে কতটুকু সফল হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।'

ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'অনার্স কোর্সের সহায়ক বিষয় হিসাবে সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না।' এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, 'যেহেতু সাবসিডিয়ারীর নম্বর অনার্সের সাথে যোগ হচ্ছে না তাই ছাত্রছাত্রীরা বাড়তি ঝামেলা ভেবে এই বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।'

চেয়ারম্যান সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'ইন্টিগ্রেটেড হলে তখন কোর্স পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। নম্বর অনার্স বিষয়ের সাথে যোগ হবে। তখন ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়েই সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলো পড়বে। এখন যেখানে তিনটি বিষয় মিলে ৯৯ পেলে পাস করে যাচ্ছে, একটিতে শূন্য পেলেও অন্যটি দিয়ে মেকআপ করা যাচ্ছে তখন সেটা সম্ভব হবে না। কোর্স পদ্ধতিতে প্রতিটি কোর্সে ২৫–এর নিচে নম্বর পেলে ফেল বলে ধরা হবে। মূল কথা ইন্টিগ্রেটেড হলে সাবসিডিয়ারী বলে কথাটাই আর থাকবে না। যারা ২৬০০ নম্বরের জন্য পড়াশুনা করতে পারবে তারাই ভর্তি হবে।

তিনি আরো বলেন, ইন্টিগ্রেটেড কোর্স করে যদি নিজেদের বিভাগের শিক্ষক দিয়ে পড়ান হয় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমানে এটি অর্থনীতি বিভাগে করা হচ্ছে। তারা অংক নিজেদের বিভাগের শিক্ষক দিয়েই পড়াচ্ছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগ রয়েছে কেন? সাবসিডিয়ারীকে আমরা কোন অবস্থাতেই অবহেলিত রাখতে রাজি নই।

পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ডঃ মকবুলুর রহমান এই বিষয়ে বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা অনার্স কোর্সের ক্লাসের জন্য নিয়মিত ক্লাসে আসছে। কিন্তু সাবসিডিয়ারীর জন্য আসছে না। তারা পরীক্ষা পাসের জন্য শুধু সাবসিডিয়ারী পড়ে থাকে। যদি ঠিকভাবে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স চালু করা হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের ভিত অনেক বেশী মজবুত হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের উপর লেখাপড়ার চাপ অনেক বেড়ে যাবে।'

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, সাবসিডিয়ারী পদ্ধতি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছিল তখন এর একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে এই বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাৎপর্যহীন বিষয় বলে মনে হচ্ছে। যদিও কোন কোন শিক্ষক এখনও মনে করেন যে সাবসিডিয়ারী কোর্সে মার্কিং–এর পরিবর্তন এনে এটাকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে। অর্থাৎ সাবসিডিয়ারী বিষয়টি অনার্সের সাথে ইন্টিগ্রেটেড করে দেয়া উচিত।'

প্রফেসর আমানুল্লাহ সাবসিডিয়ারী সমাজবিজ্ঞানের ক্লাস নিয়ে থাকেন। তিনি জানান, সমাজবিজ্ঞান সাবসিডিয়ারীতে বর্তমানে ১২০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তিনটি সেকশনে ভাগ করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। পেছন থেকে ছাত্ররা ক্লাস লেকচার শুনতে পায় না। ফলে চিৎকার করতে থাকে। অনেক সময় ক্লাসরুমে ছাত্রদের দাঁড়াবার জায়গাও থাকে না।'

সাবসিডিয়ারী ইন্টিগ্রেটেড করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা হলে তারা ভিন্নমত প্রকাশ করেন। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের বিপক্ষে। তারা সাবসিডিয়ারী বিষয়টিই একবারে তুলে দেয়ার পক্ষে। ছাত্র–ছাত্রীদের বক্তব্য, ইন্টিগ্রেটেড কোর্স হলে ছাত্রছাত্রীদের উপর অমানবিক চাপ পড়বে।